যৌন হয়রানি প্রতিরোধ নীতিমালা

ইউনিভার্সিটি অব লিবারেল আর্টস (ইউল্যাব) সবসময় যৌন হয়রানিমুক্ত কাজের পরিবেশ এবং ও লেখাপড়ার পরিবেশ দিতে সচেষ্ট। যেকোন ধরণের যৌন হয়রানিমূলক ঘটনায় ইউল্যাব শূন্য সহনশীলতা (জিরো টলারেন্স) নীতি প্রদর্শন করে। যখনই কোন যৌন হয়রানির ঘটনা ঘটে বা দেখা যায়,ইউল্যাব তাত্ক্ষণিকভাবে যৌন হয়রানি বন্ধ করতে প্রয়োজনীয় সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করে এবং অপরাধীর বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় শৃঙ্খলাভঙ্গের দায়ে আইনী ব্যবস্থা গ্রহণ করে।

যৌন হয়রানি ইউল্যাবের মূল মূল্যবোধকে লঙ্ঘন করে এবং এ ধরণের কর্মকান্ড সকল মানুষ ও অফিসিয়ালদের অধিকার লঙ্ঘন। বয়স, লিঙ্গ, বৈবাহিক অবস্থা, শিক্ষা বা পেশা নির্বিশেষে যে কেউ এই আচরণের শিকার হতে পারে। সুতরাং,এই নীতিটির লক্ষ্য ধর্ম,বর্ণ, লিঙ্গ,যৌনতা ও নৃগোষ্ঠী নির্বিশেষে ইউল্যাবের প্রতিটি মানুষকে নিপীড়ন থেকে রক্ষা করা।

এই নীতি প্রণয়ন করার উদ্দেশ্য:

- যৌন হয়রানির শিকার ব্যক্তিদের সুরক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;
- ইউল্যাব যৌন হয়রানির বিরুদ্ধে শূন্য সহনশীলতার (জিরো টলারেন্স) সচেতনতা তৈরি করা;
- অভিযোগ, তদন্ত এবং শৃঙ্খলা ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য পদ্ধতিগুলি সংজ্ঞায়িত করা;
- নীতি এবং সংশ্লিষ্ট আচরণবিধি বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা।

যৌন হয়রানির সংজ্ঞাঃ

যৌনতাকে উদ্দেশ্য করে ইউল্যাবের ভিতরে বা বাইরে নারী ও পুরুষের মর্যাদার উপর বিরূপ প্রভাব ফেলে এমন যে কোনো ধরনের অবাঞ্ছিত, অনাকাঙ্ক্ষিত আকাঙ্ক্ষা,আহ্বানই যৌন হয়রানি। যেকোন অনাকাঙ্ক্ষিত যৌন অগ্রগতি, যৌন কাজের জন্য অনুরোধ এবং যেকোন অগ্রহণযোগ্য যৌন আচরণকেও যৌন হয়রানি হিসাবে চিহ্নিত করা যেতে পারে।
ভয় দেখিয়ে, শত্রুতা করে বা আক্রমণাত্মক পরিবেশ তৈরি করে যৌন হয়রানির ঘটনা ঘটে, এমনকি অপরাধের উদ্দেশ্য না থাকলেও যৌন হয়রানির ঘটে। কখনও কখনও একজনের কাছে যৌন হয়রানি হিসেবে বিবেচিত যা অন্য আরেকজনের কাছে যৌন হয়রানির মনে নাও হতে পারে। একজনের আচরণ কারো কাছে আপত্তিজনক এবং অযাচিত মনে হলেও তা যৌন হয়রানির বলে বিবেচিত হতে পারে।

নিম্নলিখিত আচরণগুলি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ঘটলে তাকে যৌন তাকে যৌন হয়রানি বলে :
ক) অনাকাঙ্ক্ষিত শারীরিক স্পর্শ বা এধরণের চেষ্টা;
খ) যৌন হয়রানি বা নিপীড়নমূলক উক্তি;
গ) নিন্দা, অপমানজনক, ভয় দেখানো বা যৌন আক্রমণাত্মক মন্তব্য;
ঘ) যৌনতাকে উদ্দেশ্য করে একাডেমিক বা কর্মক্ষত্রের উপর বিরূপ প্রভাব ফেলার দোহাই দিয়ে হুমকি;
ঙ) যৌন কাজে প্রত্যাখ্যান হয়ে হীন মন্তব্য বা মানসিক চাপ প্রয়োগ করা;
চ) যৌন সম্পর্ক স্থাপনের উদ্দেশ্যে যে কোনও দাবি বা অনুরোধ;
ছ) সুস্পষ্ট বা অন্তর্নিহিত যৌন আবেদনমূলক চিঠি, ইমেইল, এসএমএস, ছবি, ভিডিও পাঠানো;
জ) অশ্লীল কোন কিছু, অশ্লীল ছবি বা অঙ্কন প্রদর্শন;
ঝ) ব্ল্যাকমেইল বা চরিত্র হননের উদ্দেশ্যে স্থির বা ভিডিও চিত্র ধারণ করা;
ঞ) সামাজিকভাবে কাউকে অবমাননা বা অপমান করার জন্য যৌন সমস্যা সম্পর্কিত গুজব ছড়িয়ে দেওয়া;
ট) লিঙ্গ বা যৌন-ভিত্তির উপর কাউকে বৈষম্যমূলক করা;

অভিযোগ করার নিয়মঃ

ব্যক্তিগত ব্যবস্থাঃ

শিক্ষার্থীদের এবং কর্মীদের (শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারি) অভিযোগের বিষয়ে আলোচনা করার জন্য বিভিন্ন উপায় রয়েছে:

- যৌন হয়রানি যিনি করছেন তাকে অবহিত করা এবং তাকে বিরত থাকতে বলা;
- অভিজ্ঞতা ডকুমেন্ট করে রাখা
- কর্মকর্তা, সুপারভাইজর, এ্যাডভাইজর, প্রক্টর অফিস বা স্টুডেন্ট এ্যাফেয়ার্স অফিসকে অবহিত করা।

ম্যানেজমেন্টের ভূমিকাঃ

কেউ লিখিত অভিযোগ করলে হয়রানির মোকাবেলায় ইউল্যাবের কর্মকর্তা, সুপারভাইজর, এ্যাডভাইজর, প্রক্টর অফিস বা স্টুডেন্ট এ্যাফেয়ার্স অফিস তাত্ক্ষণিক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের করবে। ইউল্যাব গোপনীয়তা নীতি অনুসারে গোপনীয়তা বজায় রাখবে।

তদন্ত প্রক্রিয়াঃ

অভিযোগ প্রক্রিয়ার ধাপসমূহঃ
১। ঘটনার পরে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব একটি আনুষ্ঠানিক লিখিত অভিযোগ দায়ের করতে হবে।
২। প্রক্টর অফিস অভিযোগটি যৌন হয়রানি কমিটিতে প্রেরণ করবে।

- প্রক্টর অফিসের একজন সদস্য যৌন হয়রানি কমিটির সাথে বসবেন।
- যৌন হয়রানি কমিটির কমপক্ষে দুইজন সদস্য মহিলা হতে হবে।

৩। যৌন হয়রানি কমিটি তদন্ত করে তাদের ফলাফল শৃঙ্খলা কমিটিতে প্রেরণ করবেন।
৪। ডিসিপ্লিনারি কমিটি শুনানি শুরু করবে এবং প্রয়োজনীয় আইনী পরামর্শ চাইতে পারবে।
৫। ইউল্যাবের শিক্ষার্থী জড়িত থাকলে স্টুডেন্ট এ্যাফেয়ার্স অফিস শৃঙ্খলা কমিটির শুনানির সময় ঐ শিক্ষার্থীকে নিয়ে বসবে।

তদন্ত নিয়মাবলীঃ

- ছোটখাটো ঘটনাগুলিতে প্রক্টর অফিস উভয় পক্ষের সম্মতিতে সংক্ষেপে বিষয়টি নিষ্পত্তি করতে পারে;
- অন্যান্য সমস্ত ক্ষেত্রে যৌন হয়রানি কমিটি বিষয়টি তদন্ত করবে;
- কমিটি প্রথমে লিখিত অভিযোগটির বিষয়ে আলোচনা / বিশ্লেষণ করবে;
- কমিটি অভিযোগের স্পষ্টতা/প্রমাণের জন্য মিটিং ডাকতে পারেন;
- শুনানির জন্য কমিটি অপরাধীকে ডেকে তার ঘটনা বা অভিযোগ রেকর্ড বা সংরক্ষণ করতে পারে;
- কমিটি প্রয়োজনে আইনী পরামর্শ চাইতে পারে;
- কমিটি সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামতের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নেবে;
- কমিটি তদন্তের যে কোন সময় বিষয়টি শৃঙ্খলা কমিটির কাছে উপস্থাপন করতে পারে;
- কোনও মিথ্যা বা বেআইনী অভিযোগের ক্ষেত্রে কমিটি অভিযোগকারীর বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের পরামর্শ দিতে পারে।

ক্ষতিকারক, মিথ্যা বা বেআইনী অভিযোগ

অভিযোগকারীর অভিযোগ মিথ্যা এবং ত্রুটিপূর্ণ হলে তার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা সাপেক্ষে করা হবে।

প্রতিশোধঃ

কোন ছাত্র, কর্মচারী, চাকরিপ্রার্থী বা যে কেউ যৌন হয়রানি / হামলার বিষয়ে পরামর্শ নিতে, যৌন হয়রানি / হামলার অভিযোগ দায়ের করলে করার জন্য সৎ বিশ্বাসের সাথে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বাধা, হস্তক্ষেপ, জবরদস্তি বা প্রতিশোধের বিষয় হতে পারে না, বা যৌন হয়রানি / লাঞ্ছনার অভিযোগ তদন্তে সাক্ষী বা প্যানেল সদস্য হিসাবে কাজ করা।

অভিযোগ সমাধানঃ

তদন্ত কমিটি অভিযোগ পাওয়ার দুই সপ্তাহের মধ্যে তদন্ত শেষ করবে এবং ফলাফল অভিযোগকারী এবং অভিযুক্তকে জানিয়ে দেবে।

অভিযোগটি প্রমাণ করার জন্য যদি পর্যাপ্ত প্রমাণ না পাওয়া যায় তবে পরবর্তী কোন ব্যবস্থা নেওয়া হবে না, তবে ভবিষ্যতে হয়রানি বা প্রতিশোধ নেওয়ার ঘটনাগুলি রিপোর্ট করার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় তার কর্মীকে (শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারি) বা শিক্ষার্থীকে সহযোগিতা করবে।

অভিযোগ প্রমাণিত হলে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। তদন্ত শেষ হয়ে গেলে অভিযোগকারী এবং যৌন হয়রানিকারীদের আরও সহায়তা এবং পরামর্শ দেওয়া হবে।

শৃঙ্খলা ব্যবস্থাঃ

শৃঙ্খলা প্রক্রিয়াগুলো সম্পূর্ণভাবে বাস্তবায়ন সম্ভব। ঘটনার গুরুত্বের উপর নির্ভর করে শৃঙ্খলাবিধিগুলো অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে:

- লিখিত সতর্কতা
- পদাবনতি
- স্থানান্তর (ট্র্যান্সফার)
- সাসপেনশন
- বরখাস্ত
- বহিষ্কার
- আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর কাছে হস্তান্তর

অভিযোগ এবং তদন্তের ফলাফল অভিযোগকারী এবং অভিযুক্তকারীর ব্যক্তিগত ফাইলগুলিতে রেকর্ড করা হবে।

ইউল্যাবের অঙ্গীকার

ইউল্যাব এমন একটি ক্যাম্পাস সংস্কৃতি নিশ্চিত করতে চেষ্টা করে যা সম্পূর্ণভাবে যৌন হয়রানিমুক্ত। আমরা চারটি সাধারণ নীতি প্রয়োগ করে যে কোন ধরণের যৌন হয়রানি প্রতিরোধে আমাদের প্রতিশ্রুতি অব্যাহত রাখব:

১) যৌন হয়রানি বা নিষিদ্ধ কাজ সম্পর্কে সবাইকে অবহিত করা;
২) সমস্ত শিক্ষক, কর্মকর্তা এবং শিক্ষার্থীরা তাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন কিনা তা নিশ্চিত করা;
৩) নীতি লঙ্ঘনে অভিযোগের সঠিক উপায় সম্পর্কে অফিসিয়ালদের অবহিত করা।
৪) এই নীতির অন্তর্গত যেসব সমস্যাগুলি পরিলক্ষিত হয় সে সম্পর্কে শিক্ষক,কর্মকর্তা এবং শিক্ষার্থীদের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি করা।

প্রশিক্ষণ ও শিক্ষা

যৌন হয়রানি নীতিটি সমস্ত ছাত্র,কর্মকর্তা, ও শিক্ষকদের মধ্যে বিতরণ করা হবে। সকল কর্মকর্তা ও শিক্ষার্থীদের জন্য বিনা খরচে যৌন হয়রানি / যৌন নিপীড়ন প্রতিরোধ প্রশিক্ষণ, কর্মশালা, প্রফেশনাল ডেভেলমেন্ট সেমিনার আয়োজন করতে হবে।

তথ্য প্রচারঃ
যৌন হয়রানি নীতির অনুলিপিগুলি স্টুডেন্ট অ্যাফেয়ার্স অফিস, প্রক্টর অফিস এবং রেজিস্ট্রার অফিসে পাওয়া যাবে। শিক্ষার্থীরা যৌন হয়রানি নীতি দেখার অধিকার রাখে। নীতিটি ইউল্যাব ওয়েব পোর্টালে
(http://www.ulab.edu.bd/sao/university-polferences/) পাওয়া যাবে।

যৌন হয়রানি কমিটিঃ

১) ড. তাবাসসুম জামান (চেয়ারপার্সন)
সহযোগী অধ্যাপক, ডিপার্টমেন্ট অব ইংলিশ এন্ড হিউম্যানিটিজ, ইউল্যাব
অফিসঃ ক্যাম্পাস এ, কক্ষঃ ৫০৫
ইমেইলঃ tabassum.zaman@ulab.edu.bd

২) নিয়াজ মোর্শেদ পাটোয়ারী (সদস্য)
সহযোগী অধ্যাপক, স্কুল অব বিজনেস, ইউল্যাব
ইমেইলঃ niaz.patwary@ulab.edu.bd

৩) ড. শাহনাজ হোসনে জাহান (সদস্য)
অধ্যাপক, জেনারেল এডুকেশন ডিপার্টমেন্ট, ইউল্যাব
অফিসঃ ক্যাম্পাস এ, কক্ষঃ ৫০১

ইমেইলঃ shahnaj.jahan@ulab.edu.bd

৪) ড. শাহনাজ হুদা (উপদেষ্টা)
অধ্যাপক, আইন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

৫) ড. সুমাইয়া কবির (উপদেষ্টা)
অধ্যাপক, আইন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়